সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

ঘটনাপঞ্জি: ২২ জানুয়ারি- ১৪ এপ্রিল

২২ জানুয়ারি : বিশ্বের শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরবের বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ভাই সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ নতুন বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত হন। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ শোক জানাতে সৌদি আরব যান। এদিন বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা সংসদে বক্তব্য দেন। এই প্রেক্ষিতে গণমাধ্যমকে হরতাল-অবরোধের সংবাদ প্রচার না করার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের আবদুল মতিন খসরু। অন্যদিকে বিএনপি নেতা খন্দকার মাহবুব হোসেন এক সংবাদ সম্মেলনে সরকারকে সমঝোতার আহ্বান জানান। এদিন রাতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অন্তত পাঁচটি গাড়িতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।

২৪ জানুয়ারি : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো মালয়েশিয়ায় মারা যান। এই প্রেক্ষিতে শোক জানাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার গুলশান কার্যালয়ে গেলেও গেট বন্ধ থাকায় তাঁকে ফিরে আসতে হয়। বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে ঐ সময় শোকার্ত ও অসুস্থ বেগম জিয়া ঘুমে ছিলেন।

২৫ জানুয়ারি : অনির্দিষ্টকালের অবরোধের মধ্যে আবারও সারা দেশে ৩৬ ঘণ্টার হরতাল ডাকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট। এদিন রাজধানীর রামপুরা থানার বনশ্রী এলাকায় র‍্যাবের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' দুই যুবক নিহত হয়। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জে সাত খুন ঘটনায় র‍্যাবের সরাসরি সম্পৃক্ততা, অব্যাহত গুম ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক (ডিজি) বেনজীর আহমেদ বলেন, এগুলো নিছক অপপ্রচার। তিনি আরো বলেন, অপরাধ দমন করতেই সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে অস্ত্র দিয়েছে, 'হাডুডু খেলার' জন্য নয়।

এদিন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চলমান দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের মধ্যে বেসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি (টু থাউজেন্ড এইট সিভিল নিউক্লিয়ার কো-অপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট) সই হয়। ভারতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নে ৪০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ ও ঋণ কর্মসূচি ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। অন্যদিকে গ্রিসে সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী সিরিজা পার্টি জয়ী হয়।

২৯ জানুয়ারি : যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন করতে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সড়ক-মহাসড়কের ৯৯৩টি স্থানে ১২ হাজার আনসার মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চলমান অবরোধে সহিংসতা প্রসঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান বলেন, 'সরকারের কোনো ব্যর্থতা নেই। সরকার এখনও সর্বশক্তি প্রয়োগ করেনি। ৬৪ জেলার মধ্যে ১০-১২টি জেলায় সহিংসতা হচ্ছে।' এক অনুষ্ঠানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ আবারও বলেন যে আত্মরক্ষার্থে বিজিবি অবশ্যই গুলি চালাবে।

অবৈধভাবে যাত্রী নিয়ে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার কাছে 'এফবি ইদ্রিস' নামের একটি ট্রলার ডুবে যায়। এতে তখন ৭০ জনের মতো যাত্রী ছিল। প্রাথমিকভাবে সাতজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

এদিন মিসরের উত্তর সিনাই ও সুয়েজে জঙ্গি হামলায় ২৭ জন নিহত হয় এবং আহত হয় ৫৮ জন।

৩০ জানুয়ারি : সারা দেশে চলমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে মহাসড়কে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস চলাচল স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অন্তত ৬০ শতাংশ কমে গেছে। দূরপাল্লার যে ৪০ শতাংশ যানবাহন চলছে, সেগুলো কেবল কাছাকাছি দূরত্বে। আর নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ পাহারায় ৪০-৪৫ শতাংশ পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করছে। অন্যদিকে আগে ৮০ শতাংশ আন্তনগর ট্রেন সময় মেনে চললেও বর্তমানে মাত্র ৪০ শতাংশ ট্রেন সময় মেনে চলতে পারছে।

এদিকে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের শিকারপুর এলাকায় শিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদসংলগ্ন ইমামবাড়ায় শক্তিশালী বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৬০ জন নিহত ও ৫৫ জন আহত হয়েছে বলে জানা যায়। তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) থেকে বেরিয়ে যাওয়া সংগঠন জুনদুল্লাহ এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে।

৩১ জানুয়ারি : 'বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট বিষধর সাপের মতো বাংলাদেশকে দংশন করছে' বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিকে খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে বাসার খাবার সরবরাহ করতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান। এদিন 'নিরাপত্তার' কারণ দেখিয়ে সরকারি নির্দেশে গুলশানে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয় এলাকায় মোবাইল সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রথমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জ্যামার লাগিয়ে মোবাইল নেটওয়ার্কে প্রতিবন্ধকতা তৈরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) শরণাপন্ন হন। পরে বিটিআরসি সব মোবাইল কোম্পানি ও ওয়াইম্যাক্স সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানকে ওই এলাকায় সব ধরনের মোবাইল সেবা বন্ধ রাখার নির্দেশনা পাঠায়। চলমান অবরোধে অব্যাহত সহিংসতার মধ্যে মাগুরা ও কিশোরগঞ্জে বিদ্যুৎ অফিসে পেট্রলবোমা ও ককটেল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা।

১ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী একুশের বইমেলা উদ্বোধন করেন। সর্বজনকথা ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সাভারে রাজফুলবাড়িয়া এলাকার একেএইচ নিটিং অ্যান্ড ডাইং নামের একটি পোশাক তৈরির কারখানায় দেড় শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে নেওয়া হলে এদের মধ্যে দুই শ্রমিক মারা যায়। তাদের পায় সবারই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ ছিল বুক আর মাথা ব্যথা। এ ঘটনার এক সপ্তাহ আগেও কাজ করাকালীন অবস্থায় দুই শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে। উল্লেখ্য যে এই কারখানাটিতে ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করছে। এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা মোসাদ্দেক আলী ফালুকে আটক করে পুলিশ।

এদিন সৌদি আরবের মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সৌদি আরব। এর ফলে দীর্ঘ ছয় বছর পর সৌদি আরবে বাংলাদেশের শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়।

২ ফেব্রুয়ারি : দেশব্যাপী চলমান টানা অবরোধে রাজধানী ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী ও গাইবান্ধায় আটটি গাড়িতে পেট্রলবোমা ও ককটেল হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা।এসব ঘটনায় আগুনে দগ্ধ ও আহত হয়েছে ১০ জন। এদিকে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় একটি ট্রেনে পেট্রলবোমা ও ককটেল ছোড়ে দুর্বৃত্তরা। এতে পাঁচ ব্যক্তি দগ্ধ হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।

৩ ফেব্রুয়ারি : মালিক-শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে একাধিক মন্ত্রীর বৈঠকে রাজধানী থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে দিনে দুবার পুলিশি পাহারায় বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিকে হরতাল-অবরোধে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করতে ঢাকা মহানগরে ২২ প্লাটুন বিজিবি চাওয়া হয়। সারা দেশের বিভিন্ন স্পর্শকাতর জেলাসহ ১০ জেলা থেকে ৫২ প্লাটুন বিজিবি সদস্য দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি : যশোর সদর উপজেলার ঝুমঝুমপুর এলাকায় বিজিবি ২৬ ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে রাতে বোমা হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। এদিকে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করেই কক্সবাজারের টেকনাফে প্রায় ৩৫ হাজার রোহিঙ্গাকে উচ্ছেদ করে উপজেলা প্রশাসন। উচ্ছেদের মুখে ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে বসবাস করা এসব রোহিঙ্গা শরণার্থী আশপাশের গ্রামে ও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদিন বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার মাঝিড়া বন্দরে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে আলুবাহী একটি ট্রাকে পেট্রলবোমা হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। অবশ্য পুলিশ এটিকে নিছক দুর্ঘটনা বলে দাবি করে।

৫ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের চলমান বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

৬ ফেব্রুয়ারি : অবরোধের পাশাপাশি পরবর্তী রবিবার সকাল ৬টা থেকে বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ৭২ ঘণ্টার হরতালের ঘোষণা দেয় বিএনপি-জামায়াত জোট। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এসএসসি পরীক্ষায় অবরোধ-হরতাল চালিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ছাত্রলীগ সারা দেশের প্রতিটি কেন্দ্র পাহারায় থাকবে বলে জানায় ছাত্রলীগ।

৭ ফেব্রুয়ারি : রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে একটি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার রূপিহার এলাকায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে ট্রাকে পেট্রলবোমা হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এতে ট্রাকের চালক ও তার সহকারীসহ চারজন দগ্ধ হয়। ময়মনসিংহ শহরের টাঙ্গাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসে পেট্রলবোমা মারে দুর্বৃত্তরা। এতে বাসের তিন যাত্রী দগ্ধ হয়। এদিকে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি এস এম মাহফুজুল হক নূরুজ্জামান পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, 'যারা নাশকতা করবে, মানুষ হত্যাসহ এ ধরনের কাজ করবে, তাদের বিরুদ্ধে যা যা করার সব করবেন। শুধু গুলি করা নয়, নাশকতাকারীদের বংশধর পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে হবে। আমি হুকুম দিয়ে গেলাম, দায়দায়িত্ব সব আমার।'

৯ ফেব্রুয়ারি : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের উপস্থিতিতে হওয়া বৈঠকে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতারা অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস না চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

এদিন চীনের সীমান্তসংলগ্ন শান রাজ্যের কোকাং অঞ্চলে চীনা নৃগোষ্ঠীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। চার দিনের ঐ সংঘর্ষের ঘটনায় মিয়ানমারের কমপক্ষে ৪৭ সেনা নিহত ও ৭৩ জন আহত হয় বলে জানা যায়।

১৫ ফেব্রুয়ারি : তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ফরাসি সংস্থা 'রিপোর্টার্স স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স' প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স-২০১৪ এর সমালোচনা করে বলেন, 'এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিবর্জিত, ভিত্তিহীন, মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূত।' তিনি আরো বলেন, 'সরকারবিরোধী অবস্থান বা মতামতের জন্য কোনো সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার-নির্যাতন দূরের কথা, কাউকে কখনও হয়রানির শিকারও হতে হয়নি।' অন্যদিকে সংগঠনটি বলেছে, ২০১৪ সালে এর আগের বছরের চেয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিস্থিতি নাজুক হয়েছে। সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬।

১৬ ফেব্রুয়ারি : জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস) লিবিয়ায় অপহৃত হওয়া মিসরের ২১ জন কপটিক খ্রিস্টানকে শিরশ্ছেদ করে। শিরশ্ছেদের ভিডিও প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা পর মিসরের জাতীয় টেলিভিশনে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি। তিনি বলেন, তাঁর দেশ এই হত্যাকারীদের শায়েস্তা করার অধিকার রাখে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে মিসরে সাত দিনের শোক ঘোষণা করা হয়।

১৭ ফেব্রুয়ারি : আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভাপতি ও শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, 'বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট।' তিনি প্রশ্ন করেন, 'জিয়াউর রহমানের সময় কারফিউ দিয়ে দেশ চালিয়ে যদি স্বাভাবিক অবস্থা থাকার দাবি করা হয়, তাহলে এখন কেন অস্বাভাবিক অবস্থা হবে?'

অন্যদিকে ইরাকে ৪৫ জন মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে ইসলামপন্থী জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সদস্যরা। দেশটির পশ্চিমের শহর আল-বাগদাদিতে তারা এ হত্যাকাণ্ড চালায়।

১৮ ফেব্রুয়ারি : বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সালাহ উদ্দিন আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনার পিতা রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করে ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছেন, আওয়ামী লীগ বিলুপ্ত করে একদলীয় বাকশাল কায়েম করে স্বঘোষিত সম্রাট বনে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। আপনিও চলমান গণ-আন্দোলনকে দমন করার জন্য আপনার পেটোয়া পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবিকে দলীয় বাহিনীতে পরিণত করে নরহত্যার নির্দেশ প্রদান করে গণতন্ত্রের শবযাত্রার আয়োজন সম্পন্ন করেছেন।'

২১ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশে সফররত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এপারে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করলে ওপারে ইলিশ যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে ইলিশের দুষ্প্রাপ্যতার বিষয়টি অবহিত করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এভাবেই তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান।

২২ ফেব্রুয়ারি : লাগাতার হরতাল-অবরোধে শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হওয়া অচলাবস্থার জন্য বেগম জিয়াকে দায়ী করে রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, 'ছেলেমেয়েদের দেড়টা মাস নষ্ট হয়ে গেল। ওনার সেদিকে চিন্তা নেই। অথচ ওনার নাতনিদের বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন পড়াশোনার জন্য।' তিনি আরো বলেন, 'খালেদা জিয়া ভেবেছিলেন ভারতে মোদি সরকার

ক্ষমতায় এসেছে, এবার একটা কিছু হবে। কিন্তু বিজেপি সভাপতির ফোন নিয়ে ধরা পড়ে গেলেন।'

২৩ ফেব্রুয়ারি : সরকারের অনড় অবস্থান তুলে ধরে কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, 'যে যা-ই বলুক, বিদেশিরা যতই প্রেসক্রিপশন দিক, কোনো কাজ হবে না। কথা পরিষ্কার, ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।'

২৪ ফেব্রুয়ারি : চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নার সঙ্গে বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকার কথোপকথনের অডিও ক্লিপ ফাঁস হয়। এখানে চলমান আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ইঙ্গিত ও সেনা হস্তক্ষেপ ঘটানোয় ভূমিকা রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন গণমাধ্যম একাধিক প্রতিবেদনও প্রকাশ করে। এর এক দিন পরই 'নিখোঁজ' হন মান্না। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে রাত সাড়ে ৩টার দিকে বনানীতে মান্নার ভাতিজির বাসা থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় সাদা পোশাকধারী পুলিশ। এ সময় তারা কোনো পরোয়ানা দেখায়নি। কিন্তু ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) যুগ্ম কমিশনার ও ডিএমপির মুখপাত্র মনিরুল ইসলাম দাবি করেন যে মান্নাকে আটক বা গ্রেপ্তার করার কোনো তথ্য তাঁর কাছে নেই।

২৫ ফেব্রুয়ারি : নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ২১ ঘণ্টা পর থানায় হস্তান্তর করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিদ্রোহে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মামলা হয়েছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি : লেখক অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশে সন্ত্রাসীরা তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী নাফিজা আহমেদকে কুপিয়ে জখম করে। সেসময় আশেপাশে পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। প্রকৌশলী অভিজিৎ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতেন। একুশে বইমেলা উপলক্ষে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা ও লেখক। তাঁর লেখা ৯টির বেশি বই রয়েছে। অভিজিৎ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অজয় রায়ের ছেলে। এ ঘটনার দায় স্বীকার করে টুইট করে আনসার বাংলা-৭ নামের একটি সংগঠন। এদিকে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাজির না হওয়ায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত; যদিও রায়ের কপি থানায় না পৌঁছানোয় তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

১ মার্চ : রাজধানীতে আট যানবাহনে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এর মধ্যে বনশ্রীতে একটি বাসে পেট্রলবোমা হামলার ঘটনায় পাঁচজন দগ্ধ হয়। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে ককটেলের আঘাতে আহত হয় আটজন। অন্যদিকে বগুড়ায় ঢাকা থেকে নওগাঁগামী টিআর ট্রাভেলসের একটি যাত্রীবাহী বাসে পেট্রলবোমা হামলা করে দুর্বৃত্তরা।

৪ মার্চ : ২০১২ সালের ডিসেম্বরে নয়াদিল্লিতে চলন্ত বাসে মেডিক্যাল ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তৈরি প্রামাণ্যচিত্র 'ইন্ডিয়াস ডটার' প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন ভারতের একটি আদালত। ব্রিটিশ তথ্যচিত্র নির্মাতা লেসলি উডউইনের ওই প্রামাণ্যচিত্রে একজন ধর্ষককে ধর্ষণের শিকার মেয়েটিকে দোষারোপ করতে দেখা যায়।

৬ মার্চ : প্রকৌশলী ও লেখক অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ড তদন্তে ঢাকায় আসে চার সদস্যের একটি এফবিআই প্রতিনিধি দল। এর আগে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে শফিউর রহমান ফারাবীকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

১১ মার্চ : সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব সালাহ উদ্দিন আহমেদকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেন তাঁর স্ত্রী হাসিনা আহমেদ। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউই সালাহউদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তারের কথা স্বীকার করেননি। অন্যদিকে মোবাইল ফোনে আড়ি পাতা ও নজরদারির জন্য র‍্যাবের কেনা সরঞ্জাম মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আটকে দিয়েছে সুইজারল্যান্ড।

১৮ মার্চ : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। এ ঘোষণা অনুসারে ২৮ এপ্রিল এই তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২০ মার্চ : ইয়েমেনের দুটি মসজিদের বাইরে আত্মঘাতী বোমা হামলায় কমপক্ষে ১৪২ জন নিহত হন। এ ঘটনার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দেয় জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস)।

২৪ মার্চ : জার্মানির বিমান সংস্থা লুফথানসার সহযোগী একটি সংস্থা জার্মানউইংয়ের এ-৩২০ মডেলের একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ ফ্রান্সের আল্পস পর্বতের দুর্গম এলাকায় বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় উড়োজাহাজটির ১৫০ আরোহী সবার মৃত্যু হয়। জার্মানউইংয়ের বিমানটির সহকারী পাইলট টয়লেটে থাকা পাইলটকে আবার ককপিটে ঢুকতে বাধা দিয়েছিলেন বলে পরবর্তীতে নিশ্চিত করে জার্মানির রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা লুফথানসা।

২৫ মার্চ : ইয়েমেনে শিয়াপন্থী হুতি বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত নির্বাচিত বৈধ সরকারকে রক্ষার নামে রাজধানী সানাসহ বিভিন্ন শহরে হুতিদের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন আরব দেশগুলোর একটি জোট বাহিনী। এই হামলায় অংশ নেয় সৌদি আরবের প্রায় ১০০টি যুদ্ধবিমান। অভিযানের প্রতি সমর্থন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ও আরবীয় অনেক দেশ। তবে সুন্নিপন্থী সৌদি সরকারের এ হামলা এক্ষুনি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে শিয়াপন্থী দেশ ইরান ও ইরাক। এই হামলা শুরুর পাঁচ দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সৌদি আরবের পক্ষাবলম্বনের ঘোষণা দেয়; যদিও দেশটিতে আটকে পড়া শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

৩০ মার্চ : রাজধানীর বেগুনবাড়ী এলাকায় ওয়াশিকুর রহমানকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ওয়াশিকুর একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে কর্মরত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ব্লগে নিয়মিত লিখতেন। এ হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া তিনজনের মধ্যে দুজনকে কয়েকজন হিজড়া ও স্থানীয় অন্যান্য মানুষ ধাওয়া দিয়ে ধরে ফেলে। কিন্তু কী কারণে তারা ওয়াশিকুরকে হত্যা করে, তা নিজেরাও জানে না বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে। তাদের শুধু বলা হয়েছে, ধর্মের অবমাননা হয়েছে। এরপর ছবি দেখানো হয়েছে, বাসা চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২ এপ্রিল : কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি থেকে ৩৬৫ কিলোমিটার দূরে সোমালিয়ার সীমান্তবর্তী গারিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে ১৪২ শিক্ষার্থীসহ কমপক্ষে ১৪৮ জনকে হত্যা করে আল-শাবাব জঙ্গিগোষ্ঠী। আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কিত সোমালিয়ার জঙ্গি সংগঠন আল-শাবাব কেনিয়ার নাগরিকদের প্রতি আরো রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। এদিকে সুইজারল্যান্ডে ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও জার্মানি–এই সাত জাতি সম্মেলনে দীর্ঘ আলোচনায় পরমাণু কর্মসূচি বিষয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র একটি অন্তর্বর্তী সমঝোতায় পৌঁছায়। সমঝোতা অনুযায়ী, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত রাখার বিনিময়ে অবরোধের বোঝা থেকে মুক্তি পাবে। এ প্রসঙ্গে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি ও প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি উভয়েই বলেছেন, পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে চূড়ান্ত চুক্তি হওয়ার দিনই তেহরানের ওপর থেকে সব অবরোধ তুলে নিতে হবে। খামেনি আরো বলেন যে সুইজারল্যান্ডে স্বীকৃত প্রাথমিক রূপরেখাটি ৩০ জুনের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি হবে তার নিশ্চয়তা দেয় না। সমঝোতা অনুযায়ী, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত রাখার বিনিময়ে অবরোধের বোঝা থেকে মুক্তি পাবে।

৫ এপ্রিল : গত ৩ জানুয়ারি থেকে টানা ৯২ দিন গুলশানে নিজের কার্যালয়ে অবস্থানের পর খালেদা জিয়া মামলা শুনানির দিন আদালতে হাজির হয়ে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় জামিন চাইলে তা মঞ্জুর করেন আদালত। শুনানি শেষে তিনি প্রায় তিন মাস পর তাঁর বাড়ি ফিরে যান; যদিও বিএনপি জোটের টানা অবরোধ অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির ৪০ দিন পরও তা থানায় না পৌঁছায় খালেদা জিয়াকে এত দিন গ্রেপ্তার করা যাচ্ছিল না বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। এদিকে বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ের তালাও দীর্ঘদিন পর খুলে দেয় পুলিশ। কিন্তু তালা খোলার পরদিন থেকে বিএনপি কার্যালয়ের আশপাশ থেকে ১৩ জন কর্মীকে আটক করা হয়েছে বলে জানা যায়।

৬ এপ্রিল : মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ কামারুজ্জামানের ফাঁসির রায় বহাল রাখেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে কামারুজ্জামানের করা আবেদন আপিল বিভাগ খারিজ করে দেন। কামারুজ্জামানের ফাঁসির রায় বহাল রাখার প্রতিবাদে এবং তাঁর মুক্তির দাবিতে পরবর্তী দুই দিন সারা দেশে হরতাল ডাকে জামায়াত।

৭ এপ্রিল : ইয়েমেনে সৌদি আরবের নেতৃত্বে সংঘটিত বহুজাতিক বাহিনীর হামলায় সমথন জানাতে সৌদি আরব সফর করেন মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি বিলিনকেন। এসময় তিনি আক্রমণকারী জোটকে অস্ত্র সরবরাহ বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেন। এছাড়া অভিযান সমন্বয় করতে একটি কেন্দ্রও খুলে যুক্তরাষ্ট্র।

৮ এপ্রিল : মানবতাবিরোধী অপরাধী জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি। একই দিনে ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ) কামারুজ্জামানের মৃত্যুদন্ড স্থগিত করার আহ্বান জানায়। এর আগে একই ধরনের আহ্বান জানায় নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং যুক্তরাজ্যের ইংল্যান্ড ও ওয়েলস বারের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারবিষয়ক শাখা বিএইচআরসি।

১০ এপ্রিল : উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে (এসওএ-সামিট অব দ্য আমেরিকাস) প্রথমবারের মত অংশ নেয় কমিউনিস্ট দেশ কিউবা। রাষ্ট্র প্রধান পর্যায়ের বৈঠকের পূর্বে এখানে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ও কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেস । এরপর কিউবার প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এক ঘন্টারও বেশী সময় ধরে এক ঐতিহাসিক বৈঠক চলে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের দিন এখন অতীত। রাউল কাস্ত্রো বলেন, 'আমরা সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি। তবে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।' কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো এবং তখনকার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ওই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এদিকে এমন প্রেক্ষাপটে আরেক মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক দেশগুলোর তালিকা থেকে কিউবার নাম বাদ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে। কিউবাকে ওই তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা না-রাখার প্রশ্নে মার্কিন কংগ্রেস ৪৫ দিন সময় পাবে। ১৯৮২ সালে কিউবাকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১১ এপ্রিল : একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত জামায়াত নেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।

১৩ এপ্রিল : ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন বিমান হামলা বন্ধের আহ্বান জানায় ইরান। তবে সৌদি আরব সেই আহ্বান নাকচ করে ইরানকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, ইরান যেন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে। এদিকে এই হামলায় সৌদি সরকারের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন ঘোষণা করে ফ্রান্স। অপরদিকে পাকিস্তান সফর করেন সৌদি ধর্মমন্ত্রী। পাকিস্তানের পার্লামেন্ট ইয়েমেনের বিষয়ে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিনি এ সফরে আসেন।

১৪ এপ্রিল : চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা ও হত্যার অভিযোগে পলাতক দেখিয়ে নামে ইন্টারপোলের মাধ্যমে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। সারাদেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ষবরণ উৎসবের মধ্যে নারীদের ওপর যৌন সন্ত্রাস। প্রতিরোধ করতে গিয়ে একাধিক আহত।

সৌদি আরবের সাথে নারী গৃহকর্মী রপ্তানির চুক্তি

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বাংলাদেশ সরকার নতুন করে সৌদি আরবে ১০ হাজার নারী গৃহকর্মী পাঠানোর চুক্তি করেছে। চুক্তিতে প্রতি মাসে মাত্র ৮০০ রিয়েল (১৬ হাজার ৮০০ টাকা) বেতন প্রদানের কথা থাকলেও নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কোনো কথাই নেই। অথচ ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন বা আইওএম) পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, প্রতি তিনজন বাংলাদেশি প্রবাসী নারী শ্রমিকের মধ্যে দুজন নানা রকম শারীরিক-মানসিক নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের শিকার হন। এছাড়া সৌদি আরবের নারী গৃহকর্মীদের অবস্থা নিয়ে দুই বছরব্যাপী মাঠ গবেষণার ভিত্তিতে ২০০৮ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। ওই প্রতিবেদনে সৌদি আরবে কর্মরত ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের গৃহকর্মীদের সাক্ষাৎকার ও অবস্থা তুলে ধরা হয়। সাক্ষাৎকারে বেশির ভাগ গৃহকর্মীই বলেছেন, তাঁরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। এই অবস্থার যে কোনো পরিবর্তন হয়নি, তা আরব গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত নারী নির্যাতনের ভয়াবহ সব ঘটনা থেকে স্পষ্ট। উল্লেখ্য, অন্যান্য শ্রমিক রপ্তানিকারী দেশ নানাভাবে অভিবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে নারী গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন তৎপরতা চালাচ্ছে।

নিরাপত্তাহীনতা ও নিম্নমজুরির কারণে নেপাল ও ইন্দোনেশিয়া সৌদি আরবে নারী শ্রমিক রপ্তানি বন্ধ করে রেখেছে। শ্রীলঙ্কা ও ভারত নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সৌদি আরবের সাথে বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সৌদি আরবের চুক্তি অনুযায়ী, প্রত্যেক নারী শ্রমিকের জন্য সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট গৃহকর্তাকে ভারতীয় দূতাবাসের অ্যাকাউন্টে এককালীন দুই হাজার ৫০০ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় দুই লাখ টাকা) জামানত দিতে হয়;প্রতি মাসে ন্যূনতম এক হাজার ৫০০ রিয়েল হারে মজুরি নারী গৃহকর্মীর নামে খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হয়; বছরে ১৫ দিন বেতনসহ ছুটি দিতে হয়।

শ্রীলঙ্কার সাথে চুক্তিতে এসবের পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন ছুটির কথাও রয়েছে। সৌদি আরবের শ্রীলঙ্কা দূতাবাস সার্বক্ষণিক যোগাযোগ সুবিধার জন্য ২৪ ঘণ্টার হটলাইন চালু করেছে। এসব উদ্যোগের পরও সৌদি আরবে এসব দেশের নারী কর্মীরা আসলে কতটা নিরাপদ, সে প্রশ্ন রয়েই গেছে। বিশেষ করে চুক্তি অনুযায়ীই গৃহকর্মীদের কর্মঘণ্টা এখনও ১৬ ঘণ্টা। অথচ বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করেই এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সৌদি আরবে বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক পাঠানোর চুক্তি করেছে।

সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এর পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুক্তি হলো, সৌদি আরব দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিতে রাজি হয়েছে। কাজেই চাইলেও তাদের প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ ছিল না। গৃহকর্মী নেওয়ার পর অন্যান্য খাতেও কর্মী নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে দেশটি। তাই নারী গৃহকর্মী দিয়ে সৌদি আরবে শ্রমিক রপ্তানি চালু হলে ভবিষ্যতে অন্যান্য খাতে কর্মী যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হবে। বিষয়টি এখানে পরিষ্কার। যেহেতু গৃহকর্মী নির্যাতন ও নিপীড়নের কুখ্যাতির কারণে সৌদি আরবের পক্ষে অন্যান্য দেশ থেকে নারী গৃহকর্মী আমদানি করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, সেহেতু বাংলাদেশ সস্তায় ও বিনা শর্তে নারী গৃহকর্মী রপ্তানি করে সৌদি সরকারকে খুশি রাখবে, যার বিনিময়ে সৌদি আরব পরবর্তীতে বাংলাদেশ থেকে পুরুষ শ্রমিক নেবে!

উল্লেখ্য, দেশে-বিদেশে কমবেশি প্রায় সব পেশায় নারী শ্রমিকরা নির্যাতনের শিকার হন। দেশের ভেতরে গৃহকর্মী থেকে শুরু করে গার্মেন্টস কিংবা চাতাল– সবখানেই তাঁরা শোষিত হওয়ার পাশাপাশি নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হন। তবে যাঁরা দেশের বাইরে গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন, তাঁদের বিপদ সবচেয়ে বেশি। যে সাড়ে তিন লাখেরও বেশি নারী শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নানাভাবে শোষিত-নিপীড়িত, তাঁদের রক্ষা করার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে আরো লক্ষাধিক নারীকে শুধুমাত্র রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর কারণ দেখিয়ে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় ❑

পদ্মায় আবারও লঞ্চডুবি

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে একটি সারবাহী কার্গো জাহাজের ধাক্কায় মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাট থেকে দৌলতদিয়ার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া এমভি মোস্তফা নামের একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ ডুবে যায়। লঞ্চডুবির পর পরিচালিত উদ্ধার অভিযানে মোট ৮০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তীতে লাশ প্রতি সোয়া লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয় এবং যথারীতি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, স্রোতের বিপরীতে মালবাহী লঞ্চ এমভি নার্গিস-১ এর দ্রুতগতিতে চলা এবং ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল যাত্রীবাহী লঞ্চ এমভি মোস্তফাকে ধাক্কা দেওয়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এক্ষেত্রে দুটি লঞ্চের চালকরাই লঞ্চ চালাচ্ছিলেন বেপরোয়াভাবে। নিয়ম অনুযায়ী ঘাট এলাকায় বিআইডাব্লিউটিএর পর্যাপ্ত লোক থাকার কথা। বলাই বাহুল্য, দুর্ঘটনার পর ঘাটসংলগ্ন এলাকায় বিআইডাব্লিউটিএর কাউকে পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, দুর্ঘটনাকবলিত এমভি মোস্তফা ১৯৬৬ সালে নির্মিত। জানা যায়, ২০০৮ সালে এটিকে কাঠের কাঠামো থেকে যেনতেনভাবে ইস্পাত কাঠামোতে রূপ দেওয়া হয়। আর এমভি নার্গিস-১-কে কার্গো থেকে কোস্টাল (সমুদ্রে চলাচলকারী) নৌযানে রূপান্তর করা হয়।

লঞ্চের কাঠামোগত ত্রুটি, ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রীবহন, চালকের বেপরোয়া চালনা ছাড়াও লঞ্চডুবিতে মৃত্যুর আরেকটি কারণ হলো দুর্ঘটনার সময় জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামের অভাব, এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকলেও সংকটের সময় তার ব্যবহার-অনুপযোগিতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাত্রীবাহী লঞ্চ বা জাহাজে যাত্রীপ্রতি লাইফ জ্যাকেট থাকা বাধ্যতামূলক হলেও বাংলাদেশে লঞ্চযাত্রীদের জন্য কোনো লাইফ জ্যাকেট থাকে না। অথচ একটি লাইফ জ্যাকেটের মূল্য মাত্র ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা। লঞ্চগুলোতে জীবন রক্ষাকারী বয়া থাকলেও এগুলো দড়ি দিয়ে লঞ্চের কাঠামোর সাথে এমনভাবে বাঁধা থাকে যে দুর্ঘটনার সময় যাত্রীদের পক্ষে এগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। দেখা গেছে, ডুবে যাওয়া এমভি মোস্তফা লঞ্চটির সবগুলো বয়াই অব্যবহৃত ছিল।

দীর্ঘদিন ধরেই আমরা দেখছি, দেশে একটার পর একটা নৌ

দুর্ঘটনা হচ্ছে, লঞ্চ ডুবছে, শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে এবং নিয়মমাফিক তদন্ত কমিটি হচ্ছে। কিন্তু তার ফলাফল শূন্য। দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। সর্বজনকথার নভেম্বর সংখ্যায় তিন শতাধিক যাত্রী নিয়ে পিনাক-৬ লঞ্চ ডুবে যাওয়ার ঘটনার বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল, ১৯৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৭২৭টি লঞ্চ দুর্ঘটনায় প্রায় ৫০০টি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। এসব তদন্ত রিপোর্ট কখনও প্রকাশিত হয়নি, সুপারিশও বাস্তবায়িত হয়নি। এভাবে চলতে থাকলে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে না, দুর্ঘটনাও বন্ধ হবে না; এমভি মোস্তফার ঘটনাটি এর সঙ্গে আরেকটি সংখ্যাই যোগ করবে কেবল। ❑

বঙ্গোপসাগরের গ্যাস ব্লক নিয়ে আবারও সর্বনাশা চুক্তি

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের কনোকো-ফিলিপস ও নরওয়ের স্টেটঅয়েলের যৌথ গ্রুপের সাথে গভীর সমুদ্রের তিনটি তেল-গ্যাস ব্লক (ব্লক ১২, ১৬ ও ২১) নিয়ে চুক্তি করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে সরকার। এর আগে ভারতের ওএনজিসির সাথে বঙ্গোপসাগরের দুটি গ্যাস ব্লক এবং অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরের দুই কোম্পানির সাথে একটি ব্লক নিয়ে চুক্তি সই করেছিল সরকার।

জ্বালানি সংকটের মুখে বঙ্গোপসাগরের গ্যাসসম্পদ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বন। অথচ সরকার বিদেশি কোম্পানিগুলোর শর্ত অনুযায়ী 'উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি' মডেল বা 'পিএসসি' আরো সংশোধন করে একের পর এক দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তি করে যাচ্ছে। এসব চুক্তিতে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে এত বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যে নিজ দেশের গ্যাসসম্পদ বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারবে কি না, সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ প্রথমত, সংশোধিত পিএসসিতে গ্যাসের ক্রয়মূল্য আগের চুক্তির তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিবছর গ্যাসের দাম শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তৃতীয়ত, ব্যয় পরিশোধ পর্বে গভীর সমুদ্রে বিদেশি কোম্পানির অংশীদারিত্ব শতকরা ৫৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ ভাগ করা হয়েছে। চতুর্থত, ইচ্ছামতো দামে তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্যাস বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এবং পঞ্চমত, তাদের কোনো কর্পোরেট ট্যাক্স না দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। সরকার এর আগে ঘোষণা দিয়েছিল যে, কোনো কোম্পানিকে একটির বেশি ব্লক দেওয়া হবে না; আরও বলা হয়েছিল, একসাথে দুটি ব্লকের বেশি চুক্তি করা হবে না। সম্প্রতি আরো ঘোষণা করা হয়েছিল যে সাইজমিক সার্ভে না করে চুক্তি করা হবে না। অথচ কনোকো-ফিলিপস ও স্টেটঅয়েলের সঙ্গে যে চুক্তিটি হয়েছে, তা এই সবগুলো ঘোষণারই লঙ্ঘন।

পুঁজির অভাবের কথা বলে এ রকম চুক্তি করা হলেও এর আগের চুক্তিতে দেখা গেছে, পাঁচ বছরে মাত্র ২৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিতে অস্ট্রেলীয় সান্টোস এবং সিঙ্গাপুরের ক্রিস এনার্জিকে বঙ্গোপসাগরের ১১ নম্বর ব্লকের এক হাজার বর্গকিলোমিটারের বেশি অঞ্চলের সম্পদের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্যাসসম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নেই– সরকারসহ বিভিন্ন মহল থেকেই এমন দাবি করা হয়। অথচ জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা প্রথম থেকেই বলে আসছেন যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি ও সঠিক পরিকল্পনা করা হলে গ্যাস উত্তোলনে নিজস্ব সক্ষমতা অর্জন করা বাংলাদেশের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। এই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বঙ্গোপসাগরের গ্যাসসম্পদ যে শুধু বিদেশি কোম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে তা-ই নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পায়নের জন্য গ্যাসসম্পদকে কাজে লাগানোর ভবিষ্যৎ সুযোগও বিপর্যস্ত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে জ্বালানি ও জাতীয় নিরাপত্তা– দুটোই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'সরকার নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিরাপদ ও শক্তিশালী করার স্বার্থেই, নিজেদেরই পূর্বঘোষণা লঙ্ঘন করে মার্কিনসহ বিদেশিদের সন্তুষ্ট করার জন্য দেশের জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে'। জাতীয় কমিটির বিবৃতিতে এই দুর্নীতিমূলক তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বলা হয় যে, এ ধরনের চুক্তি কমিশনভোগী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী শক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। ❑

রামপাল প্রকল্পের কারণে এনটিপিসির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিন্দা

সুন্দরবনধ্বংসী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (বিপিডিবি) সাথে যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে কাজ করছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন (এনটিপিসি)। স্বাধীন বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে ২০১৩ সালে সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হলেও এর আগে থেকেই মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলে এই প্রকল্প বিরোধীদেরকে 'উন্নয়নবিরোধী' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা লক্ষ করা গেলেও ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় কমিটির পাঁচ দিনব্যাপী প্রতিবাদী লংমার্চে স্থানীয়সহ সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। মূলত তখন থেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে এ প্রকল্প নিয়ে নানামাত্রিক আলোচনার সূত্রপাত হয়।

আর অতি সম্প্রতি বিতর্কিত রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সংশ্লিষ্টতাসহ পরিবেশধ্বংসী নানা কর্মকাণ্ডের অভিযোগে নরওয়ে সরকারের গ্লোবাল পেনশন ফান্ডের বিনিয়োগের তালিকা থেকে এনটিপিসিকে বাদ দেওয়া হয়। তেল রপ্তানিতে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম এবং গ্যাস রপ্তানিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ নরওয়ের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার উদ্বৃত্ত দিয়ে ১৯৯০ সালে এই ফান্ড গঠিত হয়। বর্তমানে এর আকার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এর বিনিয়োগক্ষেত্র বিবেচনায় বিশ্বে সর্বোচ্চ। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে নরওয়ের গ্লোবাল পেনশন ফান্ডের কাউন্সিল অন এথিকস নরওয়ের অর্থ মন্ত্রণালয়ে সুন্দরবনের ওপর রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরূপ প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করে এই প্রকল্পসংশ্লিষ্ট এনটিপিসিকে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করে। আর এরই ফলশ্রুতিতে এনটিপিসিকে বাদ দেওয়ার সাম্প্রতিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে গত ১২ ফেব্রুয়ারি এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তবে বিনিয়োগের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনভিত্তিক তৎপরতার কারণে

এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগের রামপাল প্রকল্প থেকে গ্লোবাল পেনশন ফান্ডের মতো প্রভাবশালী বিনিয়োগকারী সরে দাঁড়ানোর বাস্তবতায় বর্তমান পরিস্থিতিতে এনটিপিসি এবং রামপাল প্রকল্প বেশ ভালো রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে গ্লোবাল পেনশন ফান্ডের ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা ছিল।

এর আগে গত বছরের ১১ জুলাই রামপাল প্রকল্প নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বাংলাদেশকে চিঠি দেয় ইউনেস্কো। চিঠি অনুযায়ী এ বছরের ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সুন্দরবন সংরক্ষণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও সরকার তা দিতে ব্যর্থ হয় বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, গত বছরের ৯ ডিসেম্বর শ্যালা নদীতে দুর্ঘটনাকবলিত ট্যাংকার থেকে সাড়ে তিন লাখ লিটার ফার্নেস তেল সুন্দরবন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে সুন্দরবন রক্ষায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বৈরী ভূমিকা নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। ❑

পুড়ে গেছে স্বপ্নের কারখানা 'অপরাজেয়'

গত ১৪ মার্চ আগুনে পুড়ে গেছে রানা প্লাজার আহত-ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি স্বপ্নের কারখানা 'অপরাজেয়'! ঐদিন রাত ৯টার দিকে সাভার থানা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বন্ধ থাকা অবস্থায় এই কারখানাটিতে আগুন লাগে। এর আগে ক্ষমতাসীন দলের মাস্তানরা চাঁদা না পেয়ে নানাভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল।

নানাকারণেই শ্রমিক-মালিকানার মডেলে কারখানা চালানো সহজ কাজ নয়। তারপরও পাঁচটি মেশিন ও ছয়জন শ্রমিক নিয়ে যাত্রা শুরু করে কারখানাটি। শ্রমিকদের উদ্দীপনা ও শ্রম, বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় পরিচালক কাজি মনির হোসেন রিন্টুর নেতৃত্বে ভালোভাবেই এগিয়ে চলছিল 'অপরাজেয়'। পুড়ে যাওয়ার আগে কারখানাটি ৪৮টি মেশিন, ২৩ জন স্থায়ী শ্রমিক ও ১৫ জন অস্থায়ী শ্রমিকের কারখানায় পরিণত হয়। প্রচলিত মজুরি ছাড়াও কারখানার মুনাফার একটা ভাগ সরাসরি শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো, আরেকটা ভাগ ব্যয় হতো শ্রমিক কল্যাণে। শ্রমিকদের দুপুরের খাবার, চিকিৎসা ব্যয় ও শ্রমিক-সন্তানদের পড়াশোনার খরচ কারখানার মুনাফা থেকেই বহন করা হতো। প্রচলিত অর্থনৈতিক মডেলে যেখানে মুনাফার পুরোটাই ব্যক্তিমালিকের পকেটে যায়, তার সাথে এই শ্রমিক-মালিকানার মডেল সরাসরি সাংঘর্ষিক। আইনি কাঠামো, ব্যাংক ঋণ, ইন্স্যুরেন্স পলিসি– কোনো কিছুই এই শ্রমিক-মালিকানার মডেলের পক্ষে অনুকূল নয়।

সবচেয়ে বড় কথা, এটা মডেল হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঢুকে গেলে মালিকশ্রেণির জন্য ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত। ফলে নাশকতা বহু দিক থেকেই হতে পারে।

শিপমেন্টের জন্য রাখা প্রায় বিপুল পরিমাণ পাটের ব্যাগ, কারখানার মেশিন, ফ্যান, আসবাব–প্রায় সব কিছুই পুড়ে গেছে। কার্যাদেশ (অর্ডার) অনুযায়ী সময়মতো ব্যাগগুলো সরবরাহ করতে না পারার ক্ষতি হবে অপূরণীয়। ১০০ শ্রমিকের কম বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্স্যুরেন্সও করতে পারেনি 'অপরাজেয়'। এই প্রতিকূলতার মধ্যেই কারখানার স্কুল 'সংকলন পাঠশালা' প্রাঙ্গণে বেঁচে যাওয়া ১০টি মেশিন নিয়ে আবার কাজ শুরু করে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই করছে 'অপরাজেয়'। ❑

দীঘিনালায় ভূমি আগ্রাসন : পাহাড়িদের পদযাত্রায় সামরিক বাহিনীর বাধা

১৯৮৯ সালে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভারতের ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল দীঘিনালার পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তির পর ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তির আশ্বাসে দেশে ফিরে আসেন তাঁরা। ২০ দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল : স্ব স্ব ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া, পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান এবং ভূমি দখল করে স্থাপিত সামরিক ক্যাম্পগুলো পর্যায়ক্রমে সরিয়ে নেওয়া। সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন তো হয়ইনি, পর্যায়ক্রমে তাদের ভূমির ওপর সামরিক-বেসামরিক আগ্রাসন আরো বেড়েছে। ২০০৫ সাল থেকে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ার যত্ন কুমার ও শশী মোহন কার্বারী পাড়ার ৪৫ একর জমি বিজিবির ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণের তৎপরতা চলে। একপর্যায়ে ২০১৪ সালের জুন মাসে ৩০ একর জমি থেকে ২১টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। প্রথমে বাবুছড়া স্কুলের তিনটি ক্লাসরুমে এবং পরে স্থানীয় কৃষি অফিসে ২১ পরিবারের ৮৪ জন মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে একেকটি পরিবারকে তিন-চার হাজার থেকে শুরু করে ২০-৩০ হাজার টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবেই কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাঁরা ক্ষতিপূরণ নয়, নিজ ভূমি ফেরত চান।

এই উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোকে তাদের বসতবাড়ি ও জমি ফিরিয়ে দেওয়া, বিজিবির ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা ইত্যাদি দাবিতে আন্দোলন করে আসছে দীঘিনালা ভূমি রক্ষা কমিটি। এই দাবিতে গত ১৫ মার্চ বিজিবি হেডকোয়ার্টার অভিমুখে ভূমি রক্ষা কমিটির পদযাত্রায় বাধা দিয়েছে সামরিক বাহিনী ও পুলিশ। একপর্যায়ে সেখানে গুলি চলে, আহত হন বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী। অবশ্য সংবাদ মাধ্যমের ভাষায় এটা ছিল 'পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ'। ভূমির অধিকারের দাবিতে আয়োজিত পদযাত্রায় সামরিক বাহিনী কেন বাধা দিতে গেল, সে বিষয়ে অবশ্য সংবাদ মাধ্যমে কোনো ব্যাখ্যা আসেনি! আজও তাঁদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি, ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনও হয়নি; উল্টো তাঁদের মামলার জালে হয়রানি করা হচ্ছে।

ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা পাহাড়িদের অবিলম্বে ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া, ক্ষতিপূরণ প্রদান ও বিজিবির জবরদস্তিমূলক ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপন বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত আছে। ❑

ঝিল দখল করে যুবলীগ নেতার বাড়িভাড়া বাণিজ্য: ১২ জনের মৃত্যু

রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় জলাশয়ের ওপর টিন-কাঠ দিয়ে বানানো দোতলা বাড়ি দেবে গিয়ে কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু ঘটেছে। গত ১৫ এপ্রিলের ওই ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের সকলেই সমাজের খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ–আখের রস বিক্রেতা, রিকশাচালক, মুদি দোকানি, ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী, কিংবা গার্মেন্টস শ্রমিক।

জলাশয়ে বাঁশের খুঁটির ওপর কাঠের পাটাতন ও টিনের বেড়া দিয়ে

তৈরি ঝুঁকিপূর্ণ এই বাড়ির মালিক যুবলীগ নেতা মুনীর চৌধুরী, যিনি যুবলীগ ঢাকা দক্ষিণের নেতা। তিনি তিন-চার হাজার টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে দখল করা জমিতে নির্মিত ঝুঁকিপূর্ণ এই দোতলা টিনের ঘর ভাড়া দিয়ে আসছিলেন। দেবে যাওয়া দোতলা ঘরটির নিচতলা ও ওপরতলা মিলিয়ে মোট ২৮টি ছোট ছোট ঘর ছিল।

ঢাকা শহরের নিম্নবিত্ত কর্মজীবী মানুষ কোনো উপায়ান্তর না থাকায় এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ঘরে বসবাস করতে বাধ্য হয়। প্রতি বর্গফুট হিসাবে ফ্ল্যাটবাড়ির চেয়ে ভাড়া কোনো অংশে কম নয়, কিন্তু নিরাপত্তা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকারের কোনো বালাই নেই এসব বস্তিতে। আগুন লাগাসহ নানা ধরনের দুর্ঘটনায় প্রায়ই হতাহতের ঘটনা ঘটে, সর্বস্ব হারাতে হয় তাদের।

অথচ নাগরিকের নিরাপদ আবাসের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন, রাজউকসহ সরকারের। শুধু এই ঝিলপাড় নয়, ঢাকা শহরের আনাচকানাচে এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ অসংখ্য একতলা-দোতলা ঘর রয়েছে। অবিলম্বে সেগুলোর নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং মুনীর চৌধুরীর মতো অবৈধ দখলদারদের যথাযথ বিচার করতে হবে; নইলে এ রকম মৃত্যুর মিছিল থামবে না। ❑

মমতার বাংলাদেশ সফর ও তিস্তা চুক্তির আশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজ মন্ত্রিসভার মন্ত্রী, ব্যবসায়ী এবং বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিদের নিয়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসেন। মমতার বাংলাদেশ সফরের সময় তিস্তা চুক্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে–এমন প্রত্যাশাও তৈরি করা হয়েছিল। বাস্তবে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতা, ইলিশ আর বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে নানা উচ্ছ্বাস, দুই বাংলার সিনেমা ব্যবসা নিয়ে কমিটি করার প্রস্তাব আর 'ব্যবসা সম্প্রসারণে যা যা করা দরকার' তা করার ঘোষণার বাইরে তেমন কিছুই ঘটেনি মমতার বাংলাদেশ সফরে। তিস্তার পানি বণ্টন বিষয়ে তিনি বলে গেছেন, 'আমার ওপর আস্থা রাখুন। ভরসা রাখুন।'

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে এমন একটা ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, ব্যক্তি মমতার কারণেই ভারতের সাথে বাংলাদেশের তিস্তার পানি ভাগাভাগির চুক্তি আটকে আছে এবং মমতা চাইলেই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, মমতার ওপর চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখলেই এবং একপর্যায়ে কোনো রকমে তিস্তার পানি ভাগাভাগির একটা চুক্তি হয়ে গেলেই কি তিস্তার পানি সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান হয়ে যাবে? প্রশ্ন উঠছে, যদি তিস্তার পানি পশ্চিমবঙ্গের গজলডোবা পয়েন্টে ভাগাভাগি হয়, তাহলে গজলডোবা পয়েন্টে পৌঁছার আগেই যে বিপুল পরিমাণ পানি প্রত্যাহার করা হচ্ছে, তা কিভাবে হিসাব করা হবে? যদি ভাগাভাগির ক্ষেত্রে এই পানির হিসাব আমলে নেওয়া না হয়, তাহলে সেই ভাগাভাগি হবে ইতিমধ্যেই লুট হয়ে যাওয়া একটা নদীকে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছানোর আগেই তিস্তা নদীর যে পরিমাণ পানি ভারত ব্যবহার করছে, সেটাকে ভাগাভাগির হিসাবের বাইরে রেখে দেওয়া।

তিস্তার পানিচুক্তি নিয়ে এত দিন দুই দেশের মধ্যে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে গোপনীয়তা ও অস্পষ্টতা বজায় রাখা হয়েছে। শোনা গেছে, নদীর জন্য ১০ ভাগ প্রবাহ রেখে বাকি পানির ৫৫ ভাগ ভারত ও ৪৫ ভাগ বাংলাদেশ পাবে। ন্যায্য ভাগাভাগির কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু ন্যায্যতার মাপকাঠিটা ঠিক কী হবে, সেটা নিয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। অববাহিকার অনুপাত অনুযায়ী ভাগাভাগি হলে বেশির ভাগ পানি ভারতের ভাগে আর অববাহিকায় বসবাসরত জনগণের অনুপাতে পানি ভাগাভাগি হলে বেশির ভাগ পানি বাংলাদেশের ভাগে পড়ার কথা। আবার ইতিমধ্যেই দুই দেশ যে পরিমাণ পানি ব্যাবহার করছে, ভাগাভাগির ক্ষেত্রে তা বিবেচিত হবে কি না, তা-ও স্পষ্ট নয়। নদী বাঁচিয়ে রাখতে হলে নদীর জন্য ন্যূনতম প্রতিবেশগত প্রবাহ কত রাখা হবে বা রাখা উচিত, সে আলোচনাও অনুপস্থিত। পুরো আলোচনার এমন একটা চেহারা দেওয়া হয়েছে, যেন এটি ভারতের সাথে বাংলাদেশের চুক্তি নয়; বরং পশ্চিমবঙ্গের মমতার সাথে বাংলাদেশের চুক্তি! অথচ তিস্তা নদীর পানি শুধু পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলার সেচকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, ব্যাপারটা তা নয়; সিকিম থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসার আগে ভারতের বিভিন্ন অংশে তিস্তার পানির নানামুখী ব্যবহার হচ্ছে। যেমন–সিকিমে ৩০-৩৫টি ড্যাম, মহানন্দা নদী দিয়ে বিহারের মেছি নদীতে পানি প্রত্যাহার ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো হিসাবে না নিয়ে স্রেফ একটা ভাগাভাগির চুক্তি হলে বাংলাদেশের যে কোনো লাভ হবে না, তা বলাই বাহুল্য। ❑

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

দুনিয়াজুড়েই মানুষ ক্রমবর্ধমান নজরদারি ও নিবর্তনমূলক আইনের শিকার হচ্ছে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুমের ঘটনার পাশাপাশি প্রণয়ন করা হচ্ছে নতুন নতুন কঠোর (ড্রাকোনিয়ান) আইন।

গত ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া একটি রায় এর মধ্যে কিছুটা স্বস্তির বার্তা নিয়ে এলো। উক্ত রায়ে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬(এ) ধারাকে কঠোর (ড্রাকোনিয়ান) আইন হিসেবে আখ্যায়িত করে ভারতীয় সংবিধানের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হয়েছে। এই আইন ব্যবহার করে ইতিপূর্বে ইন্টারনেটে 'আপত্তিকর' বিষয়বস্তু পোস্ট করার অভিযোগে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিচারপতি জে চেলামেশ্বর ও বিচারপতি রোহিনতন এফ নারিমান সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রায়ে বলেছেন, 'পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ৬৬(এ) ধারাটি মত প্রকাশের স্বাধীনতায় স্বেচ্ছাচারী, মাত্রাধিক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ হস্তক্ষেপ করে এবং মত প্রকাশের অধিকার ও এই অধিকারের ওপর আরোপিত যৌক্তিক বিধি-নিষেধের মধ্যকার ভারসাম্য নষ্ট করে।' রায়ে আরো বলা হয়, এই ধারায় অপরাধের সংজ্ঞা 'আপেক্ষিক ও অনির্দিষ্ট'।

২৫ মার্চ 'দ্য হিন্দু' লিখেছে, 'সুপ্রিম কোর্টের ঐ বেঞ্চ কোনো ওয়েবসাইট বন্ধ করার পদ্ধতি ও সুরক্ষা বিষয়ক ধারা ৬৯(এ) এবং এসকল ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী পক্ষের দায়মুক্তি বিষয়ক ধারা ৭৯ বাতিল করার আরজি খারিজ করে দিয়েছে।'

আদালত তাঁর রায়ে বলেছেন, 'চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধানের প্রধানতম মূল্যবোধগুলোর একটি, যার গুরুত্ব

অপরিসীম। মত প্রকাশের অধিকারের পরিসরটি বোঝার জন্য মৌলিক তিনটি ধারণা হলো আলোচনা, সমর্থন ও উস্কানি। কোনো একটি বিষয় যত অজনপ্রিয়ই হোক না কেন, সে বিষয়ে আলোচনা–এমনকি পক্ষাবলম্বনের অধিকার হলো মত প্রকাশের স্বাধীনতার মূলকথা। আলোচনা এবং পক্ষাবলম্বনকে শুধুমাত্র তখনই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, যখন তা উস্কানির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।'

'দ্য হিন্দু'র রিপোর্ট অনুসারে, আদালত তাঁর রায়ের একপর্যায়ে বলেছেন, "৬৬(এ) ধারাটির সাথে জনশৃঙ্খলা কিংবা অপরাধে উস্কানির নিকটতম কোনো সম্পর্ক নেই। ইন্টারনেটে কোনো তথ্য প্রকাশ করলেই যে তা 'উস্কানি' হিসেবে কাজ করবে, সে রকম কোনো কথা নেই। এমনও হতে পারে যে কথাগুলো স্রেফ 'একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি' থেকে কোনো একটি বিষয় নিয়ে 'আলোচনা' কিংবা 'পক্ষাবলম্বনের' পর্যায়েই থেকে যায়।" আদালত আরো মনে করেন, কেবল বিরক্তি, অস্বস্তি, বিপদ ইত্যাদির কারণ হওয়া বা মোটা দাগে আক্রমণাত্মক কিংবা ভয়ংকর চরিত্রের অধিকারী হওয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় কোনো অপরাধ নয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : http://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-strikes-down-section-66-a-of-the-it-act-finds-it-unconstitutional/article7027375.ece ❑

ইয়েমেনে সৌদি আরবের হামলা ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তাহীনতা

এ বছরের ২৬ মার্চ থেকে হুতি বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাওয়া ইয়েমেনের এডেন শহরে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীর বিমান হামলা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সৌদি পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়, এরই মধ্যে সীমান্ত এলাকায় প্রায় দেড় লাখ সৌদি সৈন্য মোতায়েন করেছে সৌদি সরকার। ইতিমধ্যেই বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ইয়েমেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবেদরাব্বো মনসুর হাদি সৌদি সরকার এবং জাতিসংঘের সমর্থনপুষ্ট। সম্প্রতি হুতি বিদ্রোহীদের এডেন অভিযানের পর প্রেসিডেন্ট হাদি ইয়েমেন ছেড়ে সৌদি আরবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

এখানে উল্লেখ্য, ইয়েমেনের হুতি জনগোষ্ঠী শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকাল যাবৎ ইয়েমেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি সম্প্রদায় এবং ইয়েমেনি সরকারের বঞ্চনার শিকার এই গোষ্ঠী। এ ছাড়াও হুতিরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা এবং আইসিসও এদের বিপক্ষ শক্তি হিসেবেই অবস্থান নিয়েছে। এ বছরের মার্চ মাসেই আইসিসের জঙ্গিরা একটি হুতি মসজিদের ভেতরে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে হত্যা করে ১৩০ জন হুতিকে।

আবার অন্যদিকে ইরান সরকারের বিরুদ্ধে পুরনো অভিযোগ যে তারা হুতি যোদ্ধাদের দীর্ঘদিন যাবৎ সামরিক সাহায্য দিয়ে আসছে। মূলত হুতি যোদ্ধাদের ইয়েমেন দখলের প্রচেষ্টার পেছনে ইরানের সংশ্লিষ্টতা আছে–এমন অভিযোগের ভিত্তিতেই ইয়েমেনে সামরিক অভিযান চালানোর ঘোষণা দেয় সৌদি সরকার। ইয়েমেনে সৌদি আরবের এই বোমা হামলাকে অনেকেই তাই সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যকার 'প্রক্সি ওয়ার' বা ছায়াযুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছে।

যদিও ইয়েমেনে বোমা হামলার প্রেক্ষিতে হুতি নেতা ঘোষণা দিয়েছেন, শক্ত হাতেই যে কোনো বিদেশি আগ্রাসন প্রতিহত করা হবে, বলে রাখা প্রয়োজন, শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হুতি সম্প্রদায়ের প্রতি ইয়েমেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি জনগোষ্ঠীর কোনো সমর্থন নেই। এ রকম পরিস্থিতিতে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের মতোই ইয়েমেনের যুদ্ধে ভবিষ্যতে আল-কায়েদা ও আইসিসের প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

এদিকে ইতিমধ্যেই ভারত, চীনসহ বিভিন্ন দেশ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইয়েমেনে তাদের আটকে পড়া নাগরিকদের সরিয়ে নিতে পেরেছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় চার হাজার বাংলাদেশি নাগরিক ইয়েমেনের এডেন ও সানা শহরে আটকা পড়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার নিঃশর্তভাবে সৌদি হামলায় সমর্থন দিলেও এ ধরনের সমর্থন দেওয়ার আগে ইয়েমেনে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের সরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের আলোচনার উদ্যোগ দেখা যায়নি, যা প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের চরম অবহেলারই নিদর্শন।

অবশ্য পরবর্তীতে ব্যাপক সমালোচনার মুখে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের সহায়তায় আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ১১ এপ্রিল পররাষ্ট্র সচিবের প্রেস ব্রিফিং অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ভারতের সহায়তায় ইয়েমেন থেকে ৩৬০ জন বাংলাদেশিকে জিবুতিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫০০ বাংলাদেশি দেশে ফিরে আসতে নিজেদের নাম নিবন্ধন করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের আরো কত নাগরিক সে দেশে রয়েছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য, ২০১১ সালে লিবিয়ায় সামরিক অভিযান শুরু হলে সেখানে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক আটকা পড়ে। অথচ ভারত, চীনসহ বিভিন্ন দেশ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে জাহাজ পাঠিয়ে তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নিতে পারলেও সীমান্ত এলাকায় বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক আটকা পড়ে। সে সময় নিজেদের নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতার বিষয়টি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। ❑